‘বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক’

নারী নের্তৃত্ব বিকাশ কর্মসূচীর

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সভার প্রতিবেদন;

নারীর ক্ষমতায়ন ইউনিট

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

গত ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সভা দি হাঙ্গার প্রজেক্টে, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সভার বিষয়সূচি বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

- স্বাগত বক্তব্য
- শুভেচ্ছা বিনিময়
- সাংগঠনিক প্রতিবেদন উপস্থাপন
- অভিজ্ঞতা বিনিময়
- কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা

স্বাগত বক্তব্য: জনাব রাশেদা আখ্তার সভাপতি বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, উপস্থিত সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সভার শুরুতে এই আয়োজনের জন্য হাঙ্গার প্রজেক্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, অনেক দিন পর সকলে একত্রিত হয়েছি, তবে আমাদের মধ্যে দুরত্ব থাকলেও হাঙ্গার প্রজেক্টের বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত থাকায় আমাদের সকলের কাজের ক্ষেত্র একই। আমাদের মধ্যে স্যার (ড.বদিউল আলম মজুমদার) উপস্থিত আছেন, তিনি আমাদের সর্বদা আশান্বিত এবং কাজে অনুপ্রানিত ও উৎসাহীত করেন, ফলে আমরা কাজের অনুপ্রেরণা পাই। যে সকল ইউনিয়নে আমরা কাজ করছি সে সকল ইউনিয়নে আমাদের অনেক বলিষ্ট নারীনেত্রী আছেন, সামনে জেলা পরিষদ র্নিবাচন, নারীনেত্রীদের নির্বাচনে অংশগ্রহন ও বিজয়ের আমাদের একটা পরিকল্পনা নিয়ে সামনে এগুতে হবে যেন আমরা লক্ষ্যে পৌছাতে পারি। জেলা পরিষদের নির্বাচনের কিছুটা সফল অর্জন করতে পারলে নারীনেত্রীদের জন্য কাজ করার নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। সুতরাং নেতৃত্ব জাগাতে আমাদের নারীদের আরও এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরো বলেন,অঞ্চল ভিত্তিক আঞ্চলিক সমন্বয়কারীদের সাথে কাজে সমন্বয় করে তৃণমূলের কাজগুলো তথ্যায়ন করতে হবে। আমি প্রত্যাশা করি আজকের মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে কিভাবে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সাথে নিজ নিজ এলাকায় নেতৃত্ব বিকাশের ভুমিকা রাখছেন তা অভিজ্ঞতার আলোকে সবাই তুলে ধরবেন।

শুভেচ্ছা বিনিময়: জনাব নাছিমা আক্তার জলি সম্পাদক বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, উপস্থিত সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং কুশল বিনিময় করেন। তিনি বলেন,গত ১৫ সেপ্টেম্বর,২০১৫ তারিখে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী (২০১৫-২০১৭) কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় এক বছর পর আজ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধাতা থাকায় বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের কার্যক্রম পরিচালনা নীতিমালা অনুযায়ী নিয়মিত সভার আয়োজন করতে পারি নাই, তবে সময়ের সাথে সাথে আমরা যুগোপযোগি অনেকগুলো কাজ করেছি। তিনি আরো বলেন, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ও জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী একটি প্ল্যাটফরম হিসেবে বিভিন্ন কমিউনিটিতে এখন পরিচিত। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর কর্ম এলাকায় আমরা সবাই কাজ করছি তারপরও আমাদের কাজের সমন্বয় আরো জোড়দার করতে হবে। বর্তমানে ফেইসবুক যোগাযোগ একটি সহজ উপায় তবে তৃণমূলের অধিকাংশ নারীনেত্রীদের ফেইসবুক ব্যবহারের সুযোগ নাই।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কর্ম এলাকায় নারীনেত্রীদের সাথে মাসিক, ত্রৈমাসিক ,ষান্মাসিক মাসিক ফলোআপ সভা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনেক অর্জন উঠে আসছে এবং সেগুলো আমরা তথ্যায়ন করেছি তারই একটি প্রতিবেদন আজকের সভায় উপস্থাপনা করা হয়। এই প্রতিবেদন শেয়ারের মধ্যদিয়ে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সারাদেশের নারীনেত্রীদের কাজের সফলতা, বাধার দিকগুলো এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারন করা যাবে। তাছাড়া, আপনারা অনেকেই মাঠের কাজকে সক্রিয় রাখার জন্য বিভিন্নভাবে ভুমিকা রাখছেন বিশেষ করে শাহানা বেগম, আঞ্জুমান য়ারা ময়না, ইরা হক, এড.রাশিদা আক্তার শেলিসহ প্রত্যেকেই। নারীনেত্রীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে নিজ নিজ জায়গায় থেকে সকলেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সময়ের সাথে সাথে সুযোগ হলে পদক্ষেপ গ্রহন করা হচ্ছে। তাই আমাদের কাজ করার প্রতিনিয়তই অনেকগুলো দ্বার উন্মোচন হচ্ছে। তিনি উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে দু:খ প্রকাশ করে বলেন, বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সদস্য হিসেবে আপনাদের কাছ থেকে তেমন কোনো কাজের চাহিদা আসে না। কাজের চাহিদা থাকলে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। আজকে সকলের সম্মলিত সিদ্ধান্তে কিভাবে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের কাজটিকে আরো গতিশীল ও ব্যাপক পরিসরে করা যায় সে বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

তিনি আরত্ত বিশদভাবে যে সকল কার্যক্রমে নারীনেত্রীদের বলিষ্টভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে তা তুলে ধনের:

১. PAVE (People Against Violence in Election) এর কর্মসূচীর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের সাথে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে যে সকল নারীনেত্রী আছেন তাদের সম্পৃত্ত করা হচ্ছে।
২. পুষ্টি (ভিটামিন-এ,আয়োডিন যুক্ত লবন) বিষয়ে সচেতনা সৃষ্টি করার কর্মসূচী বাস্তবায়নে সিলেট অঞ্চলের সুনামগঞ্জ জেলার ২টা উপজেলায় (দিরাই,জামালগঞ্জ) কাজ করার সুযোগ হয়।
৩. দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর ঝিনাইদহ ও ময়মনসিংহ ২টি অঞ্চল থেকে ১৫০জন নারীনেত্রীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Aga khan foundation এর মাধ্যমে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। যেখানে সক্রিয় নারীনেত্রী ও উজ্জীবকদেরকে সম্পৃক্ত করা।
৪. Plan International Bangladesh সহযোগিতায় Policy Level Advocacy কাজ করার একটি প্রকল্প জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম বাস্তবায়ন করবে।

৫. জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সংস্থা ইউএন উইমেন এর উদ্যোগে দেশের ৬টি বিভাগে ৬টি BRIDGE Gender and Electionং বিষয়ক কর্মশালা হবে। যেখানে আমাদের নারীনেত্রীদেরকে সম্পৃক্ত করা হবে।

শুভেচ্ছা বিনিময়: ড.বদিউল আলম মজুমদার, কান্ট্রি ডিরেক্টর ও গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট তিনি উপস্থিত সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশের রাজনৈতিক পরিস্হিতি খুবই ভয়াবহ। জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে কাজ করা নারীনেত্রীদের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান যুব সমাজ ঝুকিঁর মধ্যে আছে বিশেষ করে তারা জঙ্গীবাদের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। যুব সমাজকে সাথে নিয়েই আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ্য হতে হবে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে ।

তিনি আরও বলেন, আপনাদের সাথে একত্রিত হতে পারলে আমাদের আশা জাগে ও সাহস জাগে এবং ভাল লাগে । আমরা অনেক আকাঙ্খা নিয়ে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একদল নারীনেত্রীকে সংগঠিত করার চেষ্টা করছি। আমাদের সকল নারীনেত্রী সক্রিয় নয়, বিশেষ করে আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারনে নারীনেত্রীদের মাসিক ফলোআপ সভা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিত করা যাচ্ছে না। আশা করছি আমাদের এই সংকট দূর হয়ে যাবে। আমাদের অনেক নারীনেত্রী আছেন, যারা নিজেরাই অনেক শক্তিশালী, নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন এবং বিজয়ী হয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি তারা অন্যান্য সুবিধা বঞ্চিত নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ,নিপীড়ন, বঞ্চনা এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে আরও সোচ্চার ভুমিকা রাখবেন।

অভিজ্ঞতা বিনিময়: উপস্থিত সকল সদস্য কর্ম এলাকার বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের কর্মসূচী বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা এক এক করে নিজ নিজ অঞ্চলের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। যা নিম্নে তুলে ধরা হলো;

শাহানা বেগম নির্বাহী সদস্য বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক চট্রগ্রাম অঞ্চলের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ঈদুল আযহার অভিনন্দন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি অভিজ্ঞতা বনর্ণা করতে গিয়ে বলেন, PAVE (People Against Violence in Election) কর্মসূচির কর্মশালায় করায় কমিউনিটিতে সহিংসতা ছাড়া নির্বাচন সম্পূর্ণ করেছেন। বাল্যবিবাহ বন্ধ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, সহিংসতা প্রতিরোধে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ সুরক্ষা আইন - ২০১০ এর প্রচারণা করেছেন। তাছাড়া স্কুলে ভর্তি , গর্ভবতী মায়ের সেবা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি সচেতন করেছেন। এবং নারী নির্যাতন বিষয়ে সচেতনতা মূলক আলোচনা করেছেন।

আফরোজা রোমা নির্বাহী সদস্য বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ঝিনাইদহ অঞ্চলের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করেছেন, পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ করেছেন এবং ভিকটিম এর চিকিৎসা ও আইনী সহযোগীতা ও মিমিংসার আয়োজন করেছেন।

পারভীন আহমেদ সভাপতি বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, খুলনা অঞ্চলের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক সহিংসতা প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রচারাভিযান , পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ, মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যু প্রতিরোধে কর্মসূচী, মাদক বিরোধী প্রতিরোধ, বয়:সন্ধিকালীন সচেতন করা ১০টি ইউনিয়ন এবং স্যানিটরি প্যাড বিতরন, ১৫০জনকে কোরিয়ান ভাষা প্রশিক্ষণ দিয়েছে তারমধ্যে ৩জন বোন কোরিয়া যেতে পেরেছেন, র্লানিং এন্ড আর্নিং ১৫০ জনকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, জঙ্গিবাদ বিরোধী র‌্যালী করা হয়েছে, আয়বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া, পানি বন্ধী নারীদের হাতে পায়ে ঘা রোগের জন্য ১০ প্রকার ঔষধ বিতরন করেছেন বিভিন্ন ইউনিয়নে।

খালেদা ওহাব নির্বাহী সদস্য বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক বরিশাল অঞ্চলের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করেছেন।

হেনা আক্তার নির্বাহী সদস্য বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক সিলেট অঞ্চলের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক মেধা বৃত্তি চালুর জন্য আলোচনা করে চালু করেছেন।

আঞ্জুমান য়ারা ময়না কোষাদ্যক্ষ বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ময়মনসিংহ অঞ্চলের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। তিনি বলেন, ফেইস বুক সংগঠনের-৮০০০সদস্য (বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক,উজ্জীবক,ইয়ুথ লিডার,সুজন,সাংবাদিক, জন প্রতিনিধি ও অন্যান্যরা) মাধ্যমে শীত বস্ত্র বিতরন, চিকিৎসা সেবা, রক্তদান, নিরাপদ মাতৃত সেবা, আইসিটি প্রশিক্ষণ, কম্বল বিতরন, বন্যা দূর্গতদের ত্রাণ বিতরন, ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প, স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মশালা ও জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রম করেছেন।

ইরা হক সহ-সম্পাদক বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক রংপুর অঞ্চলের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। তিনি বলেন, রাস্তা দূঘটনায় সহযোগিতা করেছেন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করেছেন (সুইপার কমিউনিটিতে), নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নারী সংগঠন করেছেন।

এড,রাশিদা আক্তার সেলি ঢাকা অঞ্চলের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। তিনি বলেন, যুব সংগঠনের কাজ করেছেন, ঢাকার বাইরে অন্য জেলায় নারীনেত্রীদের মাসিক ফলোআপ প্রশিক্ষণ এবং সভা পরিচালনা করেছেন।

রাশেদা আখ্তার সভাপতি বিকশিত নারী নেটওর্য়াক কুমিল্লা অঞ্চলের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। তিনি বলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন ১১ ধারায় রিপোর্ট নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের কাছে পাঠানো হয়। পেশাজীবিদের কার্ড করে দিয়েছেন (মাতৃত্ব ভাতা , দুগ্ধদানকারী মা,বিধবা ভাতা)।

নাছিমা আক্তার জলি- সম্পাদক বিকশিত নারী নেটওর্য়াক: তিনি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে বলেন; ১.নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় থেকে ৪০টি সেলাই মেশিন ১০টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে নারীনেত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। নারী ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর কাছে পুনরায় কিছু শেলাই মেশিনের জন্য বলেছি এবং তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। সভায় উপস্থিত সকলকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেকে দুইজন করে নারীনেত্রীর নামের তালিকা পাঠাতে বলেন, তালিকার নামে শুধু নারীনেত্রীদের মধ্যে হতে হবে অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না। এবং মন্ত্রনালয়ে সেলাই মেশিনের জন্য আবেদন করতে হলে যে সকল তথ্য প্রয়োজন ২টি ফরমেট পূরণ করে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠানো নিশ্চিত করতে হবে।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপন-২০১৬: আগামী ৩০ শে সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। এবারের শ্লোগান **শিশুকন্যার বিয়ে বন্ধ করি, সমৃদ্ধ দেশ গড়ি,** সামনে রেখে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী সমূহ ও পোষ্টারের ডেমী সভায় উপস্থাপন করা হয়। কর্ম এলাকায় ১১০টি ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলায় স্থানীয় পর্যায় বিভিন্ন (র‍্যালী, মানববন্ধন, চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা, অভিভাবক সমাবেশ, মতবিনিময় সভা, টকশো,ইস্যু ভিত্তিক ভিডিও শো,পথ নাটক,গণসংগীত ইত্যাদি) কর্মসূচীর মাধ্যমে দিবসটি গুরুত্বসহকারে উদযাপন করা হবে। তাছাড়া জাতীয় পর্যায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হবে। তিনি বলেন, জাতীয় ভাবে দিবস পালনের জন্য যে পরিমানের অর্থ প্রয়োজন আর ঐ জন্য বিভিন্ন ব্যাক্তি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা হয় । তবে অভিজ্ঞতা থেকে বলা নিবেদিত ভাবে কাজ করলে বা দাতা সংস্থার নিকট প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে পারলে অর্থ পাওয়া সম্ভব। আমাদের কর্ম এলাকায় দিবস পালন উপলক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায় ১০০০/- (এক হাজার), উপজেলা পর্যায়-২০০০/- (দুই হাজার) টাকা এবং জেলা পর্যায় ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা প্রদান করা হবে।

সাংগঠনিক প্রতিবেদন উপস্থাপন: সাংগঠনিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন শাহীনা আক্তার। সাংগঠনিক প্রতিবেদন উপস্থাপনের মধ্যে জানুয়ারি-জুলাই ২০১৬ এর মধ্যকার সময়ে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা তুলে ধরা হয়। এছাড়া নারীনেত্রীদের কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত সকলে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, হাঙ্গার প্রজেক্টের নারীনেত্রীরা তাদের কর্ম এলাকায় অনেক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন যা সমাজের বিরাজমান সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

সভাপতি বলেন, আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের কার্যক্রমকে আরও গতিশীলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব প্রত্যয় ব্যক্ত করে এবং সকলের প্রতি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আজকের সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রস্তুতকারী
শাহীনা আক্তার
নারীর ক্ষমতায়ন ইউনিট
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট